

" মাসি-মিসি "

□ লেখক পরিচিতি:

- নাম : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
- পিতৃপ্রদত্ত নাম : প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- ডাকনাম : মানিক
- জন্ম : ২৯ মে, ১৯০৮
- জন্মস্থান : বিহারের মাওতাল পরগনার দুমকায়ে
- পৈতৃক নিবাস : ঢাকার বিব্রমপুরে
- পিতা : হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়
- মাতা : নীরদাসুন্দরী দেবী
- মৃত্যু : ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ (কলকাতায়)

□ সাহিত্য সাধনা:

- ⇒ উপন্যাস : জননী, দিবারাত্রির কাব্য, পদ্মানদীর মাঁ পুতুল নাচের ইতিকথা, চিহ্ন, চতুঃকোণ, স্বাধীনতা স্বাদ ।
- ⇒ ছোটগল্প : প্রাগৈতিহাসিক, সর্বস্বপ্ন, সমুদ্রের স্বাদ, টিকটিকি, হলুদ পোড়া, আজ বগল পরকুর গল্প, শরানের নাটকমাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী ।
- ⇒ প্রথম প্রকাশিত গল্প : অতসীমামী (১৯৩৫)
- ⇒ প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস : জননী (১৯৩৫)
- ⇒ কলকাতার প্রেমিডেমি কলেজে বিএসসি পড়ার সময় মাত্র বিনা বছর বয়সে বন্ধুদের সাথে বাঙালি ধরে তিনি তার প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লিখেন ।
- ⇒ উপন্যাসের সংখ্যা ৪০ টি ।
- ⇒ ছোটগল্প লিখেছেন প্রায় ৩০০ টি ।

□ রচনার উদ্দেশ্য:

- ⇒ মাসি-পিসি গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার পূর্বান্না পত্রিকায়। ১৯৫২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৪৬)
- ⇒ পরে এটি সংকলিত হয় 'পরিস্থিতি' গল্পগ্রন্থে (অক্টোবর, ১৯৪৬)
- ⇒ বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে 'ঐতিহ্য' প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর রচনাবলির পঞ্চম খণ্ড থেকে।
- ⇒ মাসি-পিসি গল্পে বর্ণিত হয়েছে স্বামীর নির্মম অত্যাচারের স্বীকার পিছুমাতৃহীন এক তরুণীর করুণ জীবনকাহিনী।

□ মাসি-পিসি সম্বন্ধিত চরিত্রগণের প্রবৃত্তি:

- ⇒ কেশব বেলায় খালে এখন পুরো-ভাটা।
- ⇒ খালের উপর তৈরিবৃত পুলটি - কংক্রিটের।
- ⇒ খালপাড়ের খড় তোলার হচ্ছে - মালতি থেকে।
- ⇒ 'মাসি-পিসি' গল্পে বয়স্ক, অধিপাক্ষী ছিল ও রোগা করুণ - বুড়ো রহমানের।
- ⇒ 'মাসি-পিসি' গল্পে মাঝবয়সী, বেঁটে ও মাথায় কদমছাঁটা ছিল - কৈলেশের।
- ⇒ মাসি-পিসির মালতির আকার-সকল লক্ষ্য।
- ⇒ মাসি-পিসি দুজনেই - পোতা বিধবা।
- ⇒ বাহকের মাথায় খড় চাপাতে ব্যস্ত - কৈলাস।

- ⇒ আহাদী বলেছিলো - সালতির মাঝে ।
- ⇒ মাসি পিসি সামনের দিকে লগি পুঁতে সালতির গতি
চেকায় - কেনেমের ডাকে ।
- ⇒ আহাদী ঘোমটা ঢেঁলে দেয় - মিথির সিঁদুর পর্যন্ত ।
- ⇒ জগুর সাথে কেনেমের দেখা হয়েছিল - চায়ের দোকান
- ⇒ আহাদীর স্বামীর নাম - জগু ।
- ⇒ এলে চায়ের দোকান - পুনের কাছে ।
- ⇒ অল্পদিন আগে স্বপ্নুর বাড়িতে মরেছে - বুড়ো
রহমানের মেয়ে ।
- ⇒ আহাদীর ফ্যাকাসে মুখে রহমান দেখতে পান -
তার মেয়ের মুখের ছাপ ।
- ⇒ জগু বোঁ লবার জন্য করবে - মামলা ।
- ⇒ মামলা জগুই করবে - আজ কানের মধ্যে ।
- ⇒ নব্বুনেরা উড়ে এসে বসছে - পাতাকন্য নুবুনো
গাছটায় ।
- ⇒ আহাদীর বাবা কোনোমতে চেকিয়েছিলো - দুর্ভিক্ষ ।
- ⇒ আহাদীর পরিবারের সবাই মারা যায় - কনেরা
মশমারিতে ।
- ⇒ নহরের বাজারে তরিতরকারি ফলমন্ডের দাম - চড়া ।
- ⇒ মাসি-পিসির পুঁজি হয়েছিলো - রপোর টাকায় ।
- ⇒ বেঁচে থাকার তগিদে কোমর বেধে একমন, এক
প্রাণ হয়ে গেল - মাসি পিসি ।
- ⇒ আহাদীর সম্পত্তির উপুর অচুর লাভ - জগুর ।
- ⇒ জগু আহাদীকে ফিরিয়ে নিতে চায় - পেছকা সম্পত্তি
আত্মসাৎ করার জন্য ।

- ⇒ আত্মাদীর জমিজমা আছে - মিকিমতো ।
- ⇒ আত্মাদীর^{বাকি} জমিজমা আছে - গবুনের কবলে ।
- ⇒ আত্মাদীর বাপের আমলের সামলা আছে কিন্তু নেই-এক ।
- ⇒ মামি পিমি ছাগল বেচে ডানমন্দ দকাটা খাইয়ে ছিল - জগুকে ।
- ⇒ নরনুরবাড়ি যাবার কথা ডাবনেই আত্মাদী - আতঙ্কে পাঁকুটে মেরে যায় ।
- ⇒ আত্মাদী মামি-পিমির কাছে আছে - চারমাম যাবৎ ।
- ⇒ মামির কাঁইড়ি নন্দ ছিল - বাঘের মতো ।
- ⇒ 'মামি-পিমি' গল্পে জগুর সাথে খুলনা বরা হয়েছে - আত্মাদীর পিমের ।
- ⇒ উঁচতে বনলে উঁচে, কমতে বনলে বসে - আত্মাদীর পিমের ।
- ⇒ নিজেকে ছাচড়া, নোংরা, নর্দমার মতো লাগে - আত্মাদীর ।
- ⇒ মামি-পিমিকে পাগল করে তুলেছে - জোবুল ।
- ⇒ বাজারের তেলনা নিয়ে মামি-পিমি বগড়া করে মরকার বাবুর সঙ্গে ।
- ⇒ ব্যক্তনে দেবার জন্য টিক সময়ে মুন এগিয়ে দেয় - পিমি ।
- ⇒ মামি পিমি এতকাল উপোস করেছে - কুরপকের একাদশীর ।
- ⇒ সাধু বেদ্য ওসমানেরা হচ্ছে - গ্রামের গুড়া ।

- ⇒ মামি পিসির অর্ধেক জীবন ক্রম - বাজারের ভেনা নিয়ে বণাড়া করে।
- ⇒ মামি পিসি বাহিরে যায় - রসহ চানায় ঝাপ ঝেটে।
- ⇒ বেড়ের ফেঁটা-বাঁধা বাবরি ছুলুওয়ানা মাথায় পাতার ফাঁকে পড়েছে - জেঁড়াওয়া।
- ⇒ কানাই মামি পিসিকে যেতে বলে - বাছাঝিবাড়ি।
- ⇒ মামি হাতে করে নিয়ে আসে - বটি।
- ⇒ পিসি নিয়ে আসে - স্বামদার মতো মস্ত একটা কাটা
- ⇒ কানাই অহুস্য হয়ে যায় - মামি পিসির গলা ছেঁড়ে ডাকার জন্য।
- ⇒ গোলুনের লোকজন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল - মোনাদের ঘরে।
- ⇒ মামি পিসির ওপর কাকে দেখার তার পড়েছে! - আত্মদীর।
- ⇒ মামি পিসি গড়ায় আর কলমিতে জল এনে রাখে - জোবা থেকে।
- ⇒ 'মামি-পিসি' একে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ বিনোদ্য সমূহ:

১) পকু : ছাগল, বাঘ, গরু।

২) পাখি : কালুণ।

৩) গাছ : কাঁচাল

- স্বাভাবিক ভাবে সঞ্চারিত সংস্কারমূলক তথ্যসমূহ:
- ⇒ আঁটি বাধা খড় বোঝাই ছিল - ২টি বড় সালতিতে
 - ⇒ সালতি থেকে ওপরের মস্ত গাদায় খড় নিয়ে
যাছিল - ৩ জন।
 - ⇒ সালতি থেকে ৩ জনের মাথায় আঁটি বাধা
খড় সুলে দিচ্ছিল - ২ জন (বাহমান, কৈলেশ)
 - ⇒ আত্মাদির পরিবার ছিল - ৪ জনের।
(আত্মাদি, বাবা, মা, ভাই)
 - ⇒ আত্মাদি সর্ববর্তী - ৪ মাসের।
 - ⇒ মাসি-দিসি পরিধানের জন্য বছরে খান
লাগতো - ২ জোড়া।
 - ⇒ এলো আত্মাদির বাপের আমলের - ২টি
জিনিষের কথা বলা হয়েছে (এক ও গামলা)
 - ⇒ কানাইয়ের সাথে গোরুনের পেয়াদা এসেছে -
৩ জন।
 - ⇒ তিনজন পেয়াদার হেতর মাসি-দিসি চিনিয়ে
২ জনকে।
 - ⇒ অচেনা পেয়াদার মাথায় ছিল - পাগড়ি।
 - ⇒ কাঁচাল গাছের নিচে ঘুপাটি মেরে বসে
আছে - ৬/৪ জন।

- রচনার উল্লেখযোগ্য ব্যাপকত্ব মূলক উক্তি সমূহ:
- ⇒ "মামি পিসি ফিরছে কৈলাশ"- বুড়ো রহমানের উক্তি
 - ⇒ "ও মামি ওহো পিসি, দাখো দাখো খাবার আছে
কুনে যাও"- কৈলেনের।
 - ⇒ "বেলা আর নেই কৈলেন"- মামির উক্তি।
 - ⇒ "অনেকটা পত যেতে হবে কৈলেন"- পিসি।
 - ⇒ "খুন ঘুটি দাখো দিকি কৈলেন, তোমার মোদা কথাটা
কি তাই কত"- মামি
 - ⇒ "খাবারটা কি তাই কত; বেলা বেশি নাই"- পিসি।
 - ⇒ "নোকটা কেমন বদলে গেছে মামি, সত্যি কথা পিসি,
জগু আর সেই জগু নেই"- কৈলেন।
 - ⇒ "ফের আসুক, আদরে রাখব যদিই থাকে"- জগুকে
নিষে মামির উক্তি।
 - ⇒ "ছেলের মুখ দেখে পাখান নরম হয়"- পিসি।
 - ⇒ "কাছারিবাড়ি যেতে হবে একবার"- কানাই।
 - ⇒ "কাপড়টা দ্রুত আমি কানাই"- মামি।
 - ⇒ "হাত ধুয়ে আমি, একদম নাগবে না"- পিসি
 - ⇒ "ওত রাতে মেয়ে নোককে কাছারিবাড়ি ডাকতে কত
লজ্জা করেন। কানাই"- পিসি
 - ⇒ "বটির এক কোণে গলা ফাঁক করে দেব"- পিসি।
 - ⇒ "এদিকে আমনা! কাটারির কোণে গলা কাটি দু-এক
- পিসি।
 - ⇒ "মজা রহতে হবে রাতটা"- মামি
 - ⇒ "কাথা কমলটা ছবিতে রাখি জলে, কি জানি কি হয়
- পিসি।

* মামি পিসি গল্প থেকে বিগত বছরসূচীতে বিভিন্ন
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা প্রশ্নোত্তর -

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* 'মামি-পিসি' গল্পে চৌকিদার কে ?

উত্তর : কানাই

* 'মামি-পিসি' গল্পে দুই বিধবার চরিত্রে মিল
কিমে ?

উত্তর : দায়িত্বশীলতা ও মানবিক জীবনযুদ্ধে ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

* 'আঁতের খবর' বের করার সংবাদ আছে
কোন উপন্যাসে ?

উত্তর : পদ্মা নদীর মাঝি ।

* 'মামি-পিসি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন
পত্রিকায় ?

উত্তর : পূর্বাকাশ ।

* 'নিজেকে তার ছাঁচড়া, নোংরা, নর্দমার মত
লাগে' কে বলেছে ?

উত্তর : আশুদি

* 'মামি-পিসি' কবীর রচনা ?

উত্তর : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

* কোনটি উপন্যাস ?

উত্তর : দিবারাত্রির কাব্য ।

* 'বেমক্লা' শব্দের অর্থ -

উত্তর : অসংগত ।

* মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর পিতৃভ্রাতৃ নাম কোনটি?
→ প্রবোধ ঝুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* 'মামি-পিমি' গল্পে 'আম না বঙ্কাত হারামজাদা' উক্তিটি কে করেছে?
→ পিমি।

৬। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

* পদ্মা নদীর মাঝি 'এর লেখকের প্রকৃত নাম কী?
→ প্রবোধ ঝুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

* কোন বইটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত?

→ পদ্মানদীর মাঝি

* মামি-পিমি কেন কাছলিবাড়িতে যেতে রাজি হয়?

→ আত্মাতির নিরাপত্তার কথা ভেবে।

* অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় -

* 'মামি-পিমি' গল্পের মূল উপজীব্য হচ্ছে - নারীর অসহায়তা (জাবি)

* 'দিবারাত্রির কাব্য' কী? - উপন্যাস (জাবি)

* 'মামি-পিমি' গল্পে নব্বুন কীমের প্রতীক?

→ মরুতরের (বেরোবি)

* 'পুষ্টিখানায় পড়ে থাকে বারোমাস কে?

→ কল (বেরোবি)

* 'মামি-পিমি' গল্পে আত্মাতি-কায় নির্যাতনের স্বীকার

→ স্বামীর (ইবি)

* 'মামি-পিমি' গল্পে আত্মাতির স্বামীর নাম কী?

→ জহু (ইবি)